দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 08-DEC 1995
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪

115

প্রসঙ্গ ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান সরকারের 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন একটি চমৎকার পদক্ষেপ। এতদিন যে সব কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স কোর্স করে আসছিল, তাদের সেশনজটসহ অন্যান্য অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাব, এরকম একটা অনিশ্চয়তা আমাদের ছিল। আমরা ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স কোর্সের ১ম ব্যাচ। ১ম ও ২য় বর্ষের অনার্স পরীক্ষা সুনির্দিষ্ট সময়ে হয়েছে। এতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রশংসার দাবিদার। পরীক্ষার ৮-১০ মাস পরও রেজাল্ট না পাওয়ায় আমরা হতাশাগ্রস্তও হয়েছিলাম।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা এবার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছি, যা অনুষ্ঠি হবে এ মাসেরই ২১ তারিখ, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার ক' মাস আগে তারিখ জানানো উচিত এরকম কোন নিয়ম না থাকলেও গত দু' বছর আমরা ৫ মাস আগে জানতে পেরেছি কিন্তু এ বছর আমাদের পরীক্ষার তারিখ এসেছে ফরম ফিলাপের তারিখসহ মাত্র দু'মাস আগে। মাত্র দু' মাস একটা চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া যেতে পারে, এটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ভাবল কি করে? তারপরও কথা থেকে যায়, পরীক্ষার মাত্র ২০ দিন আগে রুটিন পাঠানোর মতো ব্যাপার হয়তো এ জীবনে এই প্রথম। তারপর প্রতি পরীক্ষার মাঝে দু'দিন করে গ্যাপ যা আমাদের বিশাল সিলেবাসের Rivision করার জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়। অন্যান্য বিশ্ববির্দ্যালয়ের রুটিন প্রতি পেপারে যেখানে ৫ হতে ১০ দিন গ্যাপ হতে পারে সেখানে আমাদের কম পক্ষে ৫ দিন গ্যাপ দিলে কি সমস্যা হতো তা কর্তৃপক্ষই ভাল বুঝবে। এতে হয়ত পরীক্ষা রোজায় পড়ত আর তাতে সমস্যাও হতো না। শিক্ষাজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনার অভাবে খারাপ হয়ে যায়, তাহলে এর দায় আমাদেরই বয়ে বেড়াতে হবে। আমাদের এই হয়রানির কথা চিন্তা করে যদি কর্তৃপক্ষ এখনও রুটিন পাল্টায় তাতে শুধু আমরাই নই, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরাই এর সুফল ভোগ করবে। আশা করি তারা ভেবে দেখবে।

ছেমেনা আফরোজ চৌধুরী মায়া
নওয়াব ফয়জুন্নেসা হল
ধর্মপুর, কুমিল্লা।